আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত
কিতাব "মাদানী পাঞ্জেসূরা" এর একটি অংশ

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৮২
WEEKLY BOOKLET:282

দোয়া করার ১৭টি মাদানী ফুল

দোয়ার তিনটি উপকারীতা	২	তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় না	৮
১৫টি কুরআনী দোয়া	১৯	"আয়াতুল কুরসীর" ৪টি ফযীলত	২৩

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

(এই বিষয় বস্তুটি মাদানী পাঞ্জেসূরা ১৬৫-১৮৪ ও ১৩-১৪ পৃষ্ঠা হতে নেয়া হয়েছে)

দোয়া করার ১৭টি মাদানী ফুল

আত্তরের দোয়া: **হে মুস্তফার প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি **“দোয়া করার ১৭টি মাদানী ফুল”** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তার নেক ও জায়েয উদ্দেশ্যের উপর রহমত পূর্ণ দৃষ্টি দান করো, তার দোয়া যেন সর্বদা কবুল হতে থাকে এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, সে (ব্যক্তি) যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন তার সাথে এমন একটি নূর থাকবে, ঐ নুর যদি সমস্ত সৃষ্টির মাঝে বন্টন করে দেওয়া হয়, তবে তা সকলের জন্য যথেষ্ট হবে।” (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮ম খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৩৪১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দোয়ার গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দোয়া করা বড়ই সৌভাগ্যর বিষয়। কুরআন ও হাদীসে মুবারাকার মধ্যে বিভিন্ন স্থানে দোয়া করার জন্য উৎসাহ দেওয়া

www.dawateislami.net

হয়েছে। একটি হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: “আমি কি তোমাদেরকে ঐ বস্তুর কথা বলবো না, যা তোমাদেরকে শত্রু থেকে রক্ষা করবে ও তোমাদের রিযিক প্রশস্থ করে দিবে! রাত দিন **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করতে থাকো। কেননা, দোয়া হলো মুমিনের হাতিয়ার।”

(মুসনদে আবি ইয়ালা, ২য় খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮০৬)

দোয়া বিপদ দূরকারী

মদানীর তাজেদার, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “বিপদ অবতীর্ণ হয়, আর দোয়া এর সাথে মিলিত হয়। অতঃপর উভয়ে কিয়ামত পর্যন্ত ঝগড়া করতে থাকে।” (মুসতাদরাক, ২য় খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৫৬)

ইবাদতে দোয়ার পদমর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: ইবাদত সমূহের মধ্যে দোয়ার পদমর্যাদা হলো, খাবারের মাঝে লবণের পদমর্যাদার মতো।

(তানবীহুল গাফেলীন, ২১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৭৭)

দোয়ার তিনটি উপকারীতা

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে মুসলমান এমন দোয়া করে, যে দোয়ার মধ্যে গুনাহ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কোন বিষয় নেই, তখন **আল্লাহ পাক** তাকে তিনটি বস্তু থেকে যে কোন একটি অবশ্যই দান করেন:

(১) হয়তো তার দোয়ার ফলাফল খুব শীঘ্রই তার জীবনে প্রকাশ পায়। বা

(২) ঐ দোয়ার বরকতে **আল্লাহ পাক** তার কোন বিপদ দূর করেন। অথবা

(৩) তার জন্য আখিরাতে কল্যাণ লিপিবদ্ধ করা হয়।

www.dawateislami.net

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: “বান্দা (যখন আখিরাতে নিজ দোয়া সমূহের সাওয়াব দেখবে, যা দুনিয়াতে কবুল হয়নি। তখন সে) আশা করবে: হায়! যদি দুনিয়াতে আমার কোন দোয়াই কবুল না হতো।”

(মুসতাদরাক লিল হাকিম, ২য় খন্ড, ১৬৩ ও ১৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৫৯ ও ১৮৬২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! দোয়া কখনো বৃথা যায় না। দোয়ার প্রভাব দুনিয়াতে প্রকাশ না পেলেও আখিরাতে এর প্রতিদান ও সাওয়াব অবশ্যই মিলবে। এজন্য দোয়াতে অলসতা করা উচিত নয়।

দোয়ার ৫টি মাদানী ফুল

(১) প্রথম উপকারীতা হলো: **আল্লাহ পাকের** হুকুমের আনুগত্য হয়। আর তার হুকুম হলো আমার কাছে দোয়া করো। যেমনিভাবে- কুরআনুল করীমে ইরশাদ হচ্ছে:

اُدْعُوْنِیْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ

(পারা: ২৪, সূরা: মু'মিন, আয়াত: ৬০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমার কাছে দোয়া করো। আমি কবুল করবো।

(২) দোয়া করা সুন্নাত। যেহেতু আমাদের **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিকাংশ সময় দোয়া করতেন। এজন্য দোয়া করার দ্বারা সুন্নাতের অনুসরণেরও সৌভাগ্য অর্জিত হবে।

(৩) দোয়া করাতে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণও হয়ে যায়। যেহেতু **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজ গোলামদেরকে দোয়ার ব্যাপারে সর্বদা তাগিদ দিতেন।

www.dawateislami.net

(৪) দোয়াকারী আবিদ (ইবাদত পরায়ণ) বান্দাদের দলে প্রবেশ করে। যেহেতু দোয়া নিজেই একটি ইবাদত বরং ইবাদতেরই মগজ। যেমনিভাবে- আমাদের **প্রিয় নবী, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ **অনুবাদ:** দোয়া হলো ইবাদতের মগজ।" (সুনানে তিরমিযী ৫ম খন্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৩৮২)

(৫) দোয়ার মাধ্যমে হয়তো তার (দোয়াকারীর) গুনাহ ক্ষমা করা হয় অথবা দুনিয়াতে তার সমস্যার সমাধান হয়ে যায় অথবা ঐ দোয়া তার জন্য আখিরাতের ধনভান্ডারে পরিণত হয়ে যায়।

জানি না কোন গুনাহ হয়ে গেলো?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! দোয়া করার মধ্যে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যও হয়ে যায়। দোয়া করা সুন্নাত আবার দোয়া করার মাধ্যমে ইবাদতের সাওয়াবও পাওয়া যায়। এছাড়াও দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য উপকার অর্জিত হয়। কোন কোন লোককে দেখা যায় যে, তারা দোয়া কবুল হওয়ার জন্য অনেক তাড়াহুড়া করে থাকে। বরং مَعَاذَ الله অনেকে এ-কথাও বলে বেড়ায় যে, আমি তো এতদিন ধরে দোয়া করে আসছি, বুযুর্গ ব্যক্তিদের মাধ্যমে দোয়া করিয়েছি, কোন পীর ফকির বাদ দেইনি। এই ওযীফা পড়ছি, ঐ ছবক পড়ছি, অমুক অমুক মাজারেও গিয়েছি কিন্তু এরপরও **আল্লাহ পাক** আমার আশা পূরণই করছেনা, বরং কেউ কেউ একথাও বলতে শুনা যায়: জানিনা কোন গুনাহ হয়ে গেছে যেটার শাস্তি আমি ভোগ করছি।

নামায না পড়া যেন কোন অপরাধই নয়!

এ ধরণের অদ্ভুদ কথা যারা বলে থাকে তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, "ভাই আপনি ঠিকমত নামায আদায় করেন তো তাই না?" তখন সম্ভবত উত্তর পাওয়া যাবে "জ্বি না।" দেখলেন তো! মুখ দিয়ে অনায়াসে অতর্কিতভাবে বের হয়ে আসছে "জানি না আমার দ্বারা এমন কোন গুনাহ হয়েছে, যার শাস্তি আমি পাচ্ছি!" আর নামাযের প্রতি অবহেলা তার দৃষ্টিতেই পড়ছে না! যেন নামায আদায় না করা مَعَاذَ الله কোন গুনাহই নয়। আরে! সে যদি নিজের ছোট শরীরের প্রতি একটু নজর দিতো! বাস্তবে আপনি দেখুন না! মাথার চুল ইংরেজদের মত, তাদের মত মাথাও খোলা, পোশাক ইংরেজ মার্কা, চেহারা হলো **প্রিয় নবী, মক্কী-মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শত্রু অগ্নি-পূঁজারীদের মতো, অর্থাৎ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান সুন্নাত দাঁড়ি মোবারক চেহারা থেকে অদৃশ্য! জীবন ধারনের রীতিনীতি ইসলামের শত্রুদের মতো, নামায পর্যন্ত পড়েনা, অথচ নামায আদায় না করা জঘন্য গুনাহ্। দাঁড়ি মুন্ডানো হারাম। তদুপরি সারাদিন মিথ্যা, গীবত, চুগলখোরী, ওয়াদা ভঙ্গ, কু-ধারণা, কু-দৃষ্টি, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, গালি-গালাজ, সিনেমা-নাটক ও গান বাজনা ইত্যাদি, জানিনা আরো কত ধরণের গুনাহ করা হচ্ছে। কিন্তু এসব গুনাহ জনাবের দৃষ্টিতেই পড়ছে না। এত গুনাহ করার পরও তাকে শয়তান উদাসীন করে রেখেছে এবং মুখ দিয়ে এ সমস্ত অভিযোগপূর্ণ কথা গুলো বের হতেই চলেছে, "আমার দ্বারা এমন কোন গুনাহ হয়েছে, যার শাস্তি আমি পাচ্ছি!"

যে বন্ধুর কথা রাখেনি

একটু চিন্তা করুন! আপনার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু আপনাকে কিছু কাজ করে দেওয়ার জন্য বার বার বলা সত্ত্বেও আপনি ঐ কাজ করলেন না। অতঃপর কোন সময় আপনার কোন কাজ ঐ বন্ধু দ্বারা যদি করাতে হয় তখন এটা স্পষ্ট যে, আপনি প্রথমে চিন্তা করবেন যে, আমি তো তার একটি কাজও করিনি, এখন তিনি আমার কাজ কেন করবেন? তারপর আপনি যদি মনে সাহস নিয়ে তাকে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেও দেখলেন, আর সে যদি তা নাও করে তবুও আপনি অভিযোগ করতে পারবেন না। কেননা আপনি তো আপনার বন্ধুর কোন কাজ করেননি। এখন ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখুন, **আল্লাহ পাক** কতো কাজের কথা বলেছেন, কত বিধান চালু করেছেন কিন্তু আপনি নিজে তা থেকে কোন কোন বিধান পালন করছেন? চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, তাঁর অনেক বিধান পালনের ক্ষেত্রে অলসতা হয়েছে। আশা করি একথা বুঝে এসে গেছে যে, আপনি নিজে **আল্লাহ পাকের** আদেশ অনুসারে আমল করছেন না আর তিনি যদি আপনার কোন কথায় তথা দোয়ার প্রভাব বা ফলাফল প্রকাশ না করেন তখন তাঁর (**আল্লাহ পাকের**) বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে বসেন! দেখুন না! আপনি যদি আপনার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কোন কথাকে বার বার এড়িয়ে চলেন, তাহলে হতে পারে তিনি আপনার সাথে বন্ধুত্বেরই ইতি টানবেন! কিন্তু **আল্লাহ পাক** তাঁর বান্দাদের উপর কতইনা দয়াবান যে, তার বিধানের লাখো বিরোধিতা করলেও তিনি তাকে তাঁর বান্দাদের তালিকা থেকে বের করে দেন না। তিনি প্রতিনিয়ত দয়া আর অনুগ্রহ করেই যাচ্ছেন। একটু চিন্তা করুন! যে সকল বান্দা অকৃজ্ঞতা প্রকাশ

করছে যদি **আল্লাহ পাক** শাস্তি স্বরূপ নিজ দয়া ও অনুগ্রহ ঐ বান্দার প্রতি বন্ধ করে দেন তাহলে তাদের কি অবস্থা হবে? নিঃসন্দেহে তাঁর দয়া ছাড়া একটি কদমও উঠানো সম্ভব নয়। আরে! তিনি যদি নিজের মহান নেয়ামত বাতাসকে, যা একেবারে বিনামূল্যে দান করে যাচ্ছেন, যদি কয়েকটি মুহূর্তের জন্য বন্ধ করে রাখেন তাহলে সারা পৃথিবীতে লাশের স্তুপ পড়ে যাবে!

দোয়া কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে দেরী হওয়ার একটি কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক সময় দোয়া দেরীতে কবুল হওয়ার মাঝে অফুরন্ত কল্যাণও থাকে, যা আমরা বুঝতে পারি না। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰہ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যখন **আল্লাহ পাকের** কোন প্রিয় বান্দা দোয়া করে থাকেন, তখন **আল্লাহ পাক** জিব্রাঈল আমিন عَلَيۡهِ السَّلَام কে ইরশাদ করেন: থামো! এখন দিও না, যাতে সে পুনরায় আমার কাছে চায়, কারণ তার আওয়াজ আমার কাছে (খুবই) পছন্দনীয়।” আর যখন কোন কাফির বা ফাসিক (গুনাহগার) দোয়া করে তখন **(আল্লাহ পাক)** ইরশাদ করেন: “হে জিব্রাঈল (عَلَيۡهِ السَّلَام)! তার কাজ দ্রুত করে দাও। যাতে সে পুনরায় না চায়, কারণ তার আওয়াজ আমার কাছে অপছন্দনীয়।

(কানযুল উম্মাল, ২/ ৩৯, হাদীস নং- ৩২৬১)

ঘটনা

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন সাঈদ বিন কাত্তান رَضِیَ اللّٰہ عَنۡهُ **আল্লাহ পাককে** স্বপ্নে দেখলেন, (অতঃপর) আরয করলেন: **হে আমার আল্লাহ**

www.dawateislami.net

পাক! আমি অধিকাংশ সময় দোয়া করি আর তুমি তা কবুল করোনা কেন? তখন নির্দেশ হলো: "হে ইয়াহিয়া! আমি তোমার আওয়াজকে মুহাব্বত করি। এজন্য আমি তোমার দোয়া কবুল করতে দেরী করি।"

(আহসানুল বিআ, ৩৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন যে হাদীসে পাক ও ঘটনা বর্ণনা করা হলো এতে একথা বলা হয়েছে যে, **আল্লাহ পাকের** নিকট তার প্রিয় বান্দাদের কান্নাকাটি খুবই পছন্দ, তাই একারণেও অনেক সময় দোয়া কবুল হতে দেরী হয়। এখন এই রহস্যগুলো আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো! তাই কোন অবস্থাতেই দোয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো না করা চাই।

"আহসানুল বিআ" নামক কিতাবে ৩৩ পৃষ্ঠায় 'আদাবে দোয়া' (তথা দোয়ার আদব) বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন:-

তাড়াহুড়োকারীর দোয়া কবুল হয় না

(দোয়ার আদবের মধ্যে এটাও রয়েছে:) দোয়া কবুল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করতে নেই। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: **আল্লাহ পাক** তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন না। (১) ঐ ব্যক্তি, যে গুনাহের জন্য দোয়া করে। (২) ঐ ব্যক্তির দোয়া, যে এটা কামনা করে যাতে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। (৩) ঐ ব্যক্তির দোয়া, যে দোয়া কবুল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করে। (যেমন) বলে যে, আমি দোয়া করেছি এখনো কবুল হয়নি? (সহীহ মুসলিম, ১৪৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৭৩৫) এই হাদীসে বলা হয়েছে; অবৈধ কাজের জন্য দোয়া না করা চাই। যেহেতু তা কবুল হয়না। এছাড়া কোন আত্মীয় স্বজনের হক নষ্ট হয় এমন দোয়াও করবে না এবং দোয়া কবুল

www.dawateislami.net

হওয়ার জন্য তাড়াহুড়াও যেন না করে, অন্যথায় দোয়া কবুল করা হবে না। “আহসানুল বিআ লি আদাবিদ দোয়া” নামক কিতাবটির উপর আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পাদটীকায় লিখেছেন এবং এর নাম রেখেছেন “জায়লুল মুদ্‌দাআ লি আহসানিল বিআ।” এই পাদটীকার একস্থানে দোয়া কবুল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া কারীদেরকে তিনি নিজ বিশেষ স্বকীয়তায় ও অতীব জ্ঞান গর্ব পন্থায় বুঝাতে গিয়ে বলেছেন:

অফিসারদের কাছে তো বারবার ধর্না দাও কিন্তু...

দুনিয়াবী অফিসারদের কাছে আশা প্রার্থীদেরকে (অর্থাৎ তাদের কাছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে) দেখা যায় যে, তিন বছর পর্যন্ত আশায় আশায় অপেক্ষা করতে থাকে, সকাল সন্ধ্যা তাদের দরজায় দরজায় ঘুরতে থাকে, (ধাক্কা খায়) আর ঐ অফিসাররা তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপও করে না, উত্তরও দেয় না, বরং ধমক দেয়, নাক ছিটকায়, কাজের আশাকারীরা অযথা কষ্ট করে ঘুরে বেড়ায়, সে নিজের পকেট থেকে খায়, ঘর থেকে খরচের টাকা চায়, বেকার অযথা খাটে। এদিক সেদিক তথা অফিসারদের নিকট ধাক্কা খেতে খেতে বছর অতিবাহিত হতে চলেছে। এরপরও আজকের দিনটি যেন তার জন্য প্রথম দিন। কিন্তু এরা (অর্থাৎ অফিসারদের নিকট ধাক্কা খাওয়া লোকেরা) নিরাশও হয় না এবং (অফিসারদের) পিছনে পিছনে দৌড়া দৌড়িও বন্ধ করে দেয় না। অথচ **আহকামুল হাকিমীন, আকরামুল আকরামীন, আল্লাহ পাকের** মহান দরজায় কেউবা একেবারে প্রথমবার আসলো! আসলেও পেরেশান হয়ে যায়, ভয় পায়। আশা করে যে, কালকের কাজ আজকেই

www.dawateislami.net

হয়ে যাক। কোন দোয়া বা ওযীফা এক সপ্তাহ ধরে পড়লে অভিযোগ শুরু হয়ে যায় যে, জনাব অনেক তো পড়েছি কোন কাজ হয়নি। এই বোকারা মূলত, তার দোয়া কবুল হওয়ার দরজা নিজেই বন্ধ করে দিলো।

হুযুর নবী করীম, রঊফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "يُسْتَجَابُ لِاَحَدِكُمْ مَالَمْ يُعَجِّلْ يَقُوْلُ دَعَوْتُ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِىْ" **অনুবাদ:** তোমাদের দোয়া কবুল হবে যতক্ষণ তাড়াহুড়ো না করো। এটা বলিওনা যে, দোয়া করেছি কবুল হয়নি। (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৩৪)

কেউ কেউ তো এমতাবস্থায় (লাগামহীন, সীমালঙ্ঘন কারী হয়ে যায়) আয়ত্বের বাহিরে চলে যায় যে, দোয়া আমল ইত্যাদির প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে পড়ে। বরং **আল্লাহ পাকের** অঙ্গিকার দয়া অনুগ্রহের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ে (**আল্লাহ্**র পানাহ!)।

এই সকল লোকদেরকে বলি, হে নির্লজ্জ! নিজের অবস্থার দিকে একটু দৃষ্টি দাও। যদি তোমার সমকক্ষ কোন বন্ধু তোমাকে হাজারবার কোন কাজ করার জন্য বলে, তুমি সেখান থেকে কোন একটা কাজও যদি না করো তাহলে তোমার কোন কাজ তাকে করে দেয়ার জন্য বলার পূর্বে অবশ্যই তুমি লজ্জা পাবে যে, আমি তো তার কোন কাজই করিনি, এখন কোন মুখে তাকে আমার কাজ করার জন্য বলি? যদি বেশি প্রয়োজনীয় কাজ হয়, তাকে করার জন্য বলে ফেলা হলো আর সে যদি আমার কাজ না করে তাহলে মূলত এতে তার প্রতি কোন অভিযোগ করা যাবে না। (অর্থাৎ এতে সে অভিযোগ করবেই না, কেননা তা সে নিজেই বুঝতে পারে যে) আমি তার কাজ কখন করেছি যে, তিনি আমার কাজ করে দিবেন।

www.dawateislami.net

এখন বিচার করো! তুমি মুনিবের কতটা বিধি-বিধান মেনে চলছ? তাঁর হুকুম না মানা আর নিজের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় আবেদন সবসময় মঞ্জুর হোক এমন কামনা করাটা কতটাই নির্লজ্জের ব্যাপার?

হে নির্বোধ! এরপরও পার্থক্য দেখো! নিজের মাথা থেকে পা পর্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করো! তোমার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সদা সর্বদা, হাজার হাজার, অগণিত নেয়ামত দ্বারা পরিপূর্ণ। যেমন – তুমি যখন শয়ন করো তাঁর নিস্পাপ ফিরিশতারা তোমাকে নিজ হিফাজতে পাহারা দিচ্ছে। তুমি গুনাহ করার পরও পুরোপুরি সুস্থ আছো। বিপদ থেকে মুক্তি, খাওয়ার পর তা হজম হচ্ছে। শরীরের ভেতরের নাপাকী বস্তু (পায়খানা প্রস্রাব) দূর করণ, মাসিক রক্তস্রাব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্তি, চোখের দৃষ্টিশক্তি সহ অগণিত দয়া, অনুগ্রহ তুমি না চাইতেই তোমার উপর বর্ষন হচ্ছে। এরপরও তোমার কোনো কোনো চাহিদা যদি তোমাকে দান করা না হয়, তখন কোন্ মুখে অভিযোগ কর? তুমি কি জানো, তোমার জন্য মঙ্গল কিসে? তোমার জন্য হয়ত কোন কঠিন বিপদ আসার ছিলো যা (কবুল না হওয়া) দোয়ার বদৌলতে দূর হয়ে গেছে! তুমি কি জানো ঐ দোয়ার বদলায় তোমার জন্য কি বিশাল সাওয়াবের ভান্ডার অপেক্ষা করছে? তাঁর (**আল্লাহ পাকের**) অঙ্গিকার সত্য, আর কবুল হওয়ার উল্লেখিত তিনটি পন্থাই আছে। যাদের প্রথমটি পরেরটার চাইতে উত্তম। তবে হ্যাঁ! যদি অবিশ্বাস আসে তাহলে অবশ্যই জেনে রাখো, তুমি মরেছ আর অভিশপ্ত শয়তান তোমাকে আপন করে নিল। وَالۡعِیَاذُ بِاللّٰہِ سُبۡحٰنَہٗ وَتَعَالٰی

হে অপবিত্র! নিজের মুখটি দেখো আর মহান সত্তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করো যে, (তোমার মত অপবিত্রকে) নিজের মহান দরবারে উপস্থিত

www.dawateislami.net

হওয়ার, তাঁর মহান নাম নেওয়ার, তাঁর দিকে মনোনিবেশ করার ও তাঁকে **(আল্লাহ পাককে)** ডাকার জন্য তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন। তোমার লক্ষ লক্ষ আশা এর উপর তো কোরবান! কোন তুলনাই হয় না!

হে অধৈর্য! ভিক্ষা করতে শিখো। এই মহান দরবারের মাটিতে লুটিয়ে পড়ো। মিশে যাও, এমন মানষিকতা তৈরী করো যে, এখনি দিবেন, এখনি দিবেন, বরং তাঁকে ডাকার ও তাঁর নিকট মুনাজাত করার স্বাদে এমনভাবে ডুবে যাও যে, ইচ্ছা ও মনের বাসনা কিছুই যেন স্মরণে না থাকে। নিঃসন্দেহে জেনে রাখ, ঐ দরজা থেকে বঞ্চিত হয়ে কেউ ফিরবে না। যেহেতু مَنْ دَقَّ بَابَ الْكَرِيْمِ اِنْفَتَحَ (অর্থাৎ যে ব্যক্তি **দয়ালু আল্লাহ পাকের** দরজায় কড়া নেড়েছে, সেটা তার জন্য খুলেছে) তাওফিক **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকেই। (জায়লুল মুদ্দায়া লি আহসানিল বিআ, ৩৪-৩৭ পৃষ্ঠা)

দোয়া দেরীতে কবুল হওয়া এটা একটা দয়া

হযরত সায়্যিদুনা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হে প্রিয় বন্ধু! তোমার প্রতিপালক ইরশাদ করেন:

اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ

অনুবাদ: আমি প্রার্থনা গ্রহণ করি আহ্বানকারীর যখন আমাকে আহ্বান করে। (পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৮৬)

فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ﴿۷۵﴾

অনুবাদ: আমি কতইনা উত্তম কবুলকারী। (পারা: ২৩, সূরা: সাফ্‌ফাত, আয়াত: ৭৫)

اُدْعُوْنِیْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ

অনুবাদ: আমার কাছে দোয়া করো আমি কবুল করবো। (পারা:২৪, সূরা: মু'মিন, আয়াত: ৬০)

www.dawateislami.net

অতএব নিঃসন্দেহে বুঝে নিন, **আল্লাহ পাক** তোমাকে আপন দরজা থেকে বঞ্চিত করবেন না ও তিনি আপন অঙ্গীকার পালন করবেন। **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করেন:

وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ ﴿۱۰﴾

অনুবাদ: ভিক্ষুককে ধমক দিয়ো না। (পারা: ৩০, সূরা: দ্বোহা, আয়াত: ১০)

আল্লাহ পাক কিভাবে তোমাকে তাঁর নিজ দয়ার ভান্ডার থেকে দূরে রাখবেন। বরং তিনি তোমার দোয়া দেরীতে কবুল করে তোমার উপর দয়ার দৃষ্টি রাখছেন। (আহসানুল বিআ, ৩২ ও ৩৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলার আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করে দোয়াকারীদের অনেক সমস্যা সমাধান হওয়ার ঘটনা শুনতে পাওয়া যায়।

মাদানী কাফেলায় ইরকুন্নিছা রোগের চিকিৎসা হয়ে গেলো

এক ইসলামী ভাই এর বর্ণনা নিজস্ব আঙ্গিকে বর্ণনা করার চেষ্টা করছি: আমাদের মাদানী কাফেলা শহরে পৌছল। আমাদের সাথে অংশ গ্রহণকারী এক ইসলামী ভাইয়ের ইরকুন্নিছা নামক একটি ব্যথা জাতীয় রোগ দেখা দিলো। বেচারা প্রচন্ড ব্যথায় পানি বিহীন মাছের ন্যায় ছটফট করতে লাগলো। একদা ব্যথায় সারা রাত ঘুমাতে পারেনি। শেষ দিন আমীরে কাফেলা বললেন: আসুন আমরা সকলে মিলে তার জন্য দোয়া করি। অতঃপর দোয়া শুরু হয়ে গেলো। ঐ ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হচ্ছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه

www.dawateislami.net

দোয়া চলাকালীন সময়ে ব্যথা কমতে শুরু করল। আরো কিছুক্ষন পর আমার ইরকুন্নিছা রোগের ব্যথা সম্পূর্ণরূপে চলে গেলো। اَلْحَمْدُلِلّٰه এই বয়ান দেওয়ার পর অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে আজ পর্যন্ত আমার আর ঐ রোগ দেখা দেয়নি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই বর্ণনা দেয়া পর্যন্ত আমি মাদানী কাফেলার জিম্মাদার হিসাবে মাদানী কাফেলার সাড়া জাগানোর চেষ্টায় সচেষ্ট রয়েছি।

গর হো ইরকুন্নিছা, ইয়া আরেযা কোয়ি চা,
পাওগে সিহ্যাতেঁ, কাফেলে মে চলো।
দুর বিমারিয়াঁ, আউর পেরেশানিয়া,
হোগী বস চল পড়ে, কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা **শুন**লেন তো! মাদানী কাফেলার বরকতে ইরকুন্নিছা রোগের মত কষ্টদায়ক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া গেলো। ইরকুন্নিছা তথা শিরা রোগ হলো এতে উরুর গোড়া থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত প্রচন্ড ব্যথা হয়। এই রোগ বছরের পর বছর পিছু ছাড়ে না।

দোয়া করার ১৭টি মাদানী ফুল

(প্রায় সব মাদানী ফুল মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী থেকে প্রকাশিত "اَحسَنُ الْوِعَاءِ لِاٰدابِ الدُّعاءِ مَعَ شَرحِ ذَيلِ الْمُدَّعا لِاَحْسَنِ الْوِعاء" নামক গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।)

www.dawateislami.net

(১) দোয়াতে সীমা অতিক্রম করবেন না। যেমন আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর পদমর্যাদা চাওয়া বা আসমানে আরোহনের আকাঙ্ক্ষা করা। এছাড়া উভয় জগতের সমস্ত কল্যাণ ও সর্বপ্রকার গুণাবলী চাওয়াও নিষেধ। কারণ এসব গুণাবলীর মধ্যে আম্বিয়াগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام পদমর্যাদাটাও রয়েছে, যা অর্জন করা যাবে না। (৮০-৮১ পৃষ্ঠা)

(২) যেটা অসম্ভব বা অসম্ভবের কাছাকাছি, সেটার দোয়া করবেন না। সুতরাং সব সময়ের জন্য সুস্থতা, নিরাপত্তা চাওয়া যে, মানুষ সারাজীবন কখনো কোন প্রকার কষ্টে পতিত হবে না, এটা হলো অসম্ভব বিষয়ের দোয়া চাওয়া। অনুরূপভাবে লম্বাকৃতির মানুষের ক্ষুদ্র আকৃতির হওয়ার জন্য কিংবা ছোট চক্ষু বিশিষ্টের বড় চোখ লাভের দোয়া করা নিষেধ। কারণ এটা এমন কাজের দোয়া, যেটার উপর কলম জারী হয়ে গেছে (অর্থাৎ এটা পূর্বে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে)। (৮১ পৃষ্ঠা)

(৩) গুনাহের দোয়া করবেন না, যেমন, অন্যের ধন যেন আপনার মিলে যায়। কারণ গুনাহের আশা করাও গুনাহ্। (৮২ পৃষ্ঠা)

(৪) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার দোয়া করবেন না। (যেমন- অমুক আত্মীয়দের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগে যাক)। (৮২ পৃষ্ঠা)

(৫) **আল্লাহ পাকের** দরবারে শুধুমাত্র নিকৃষ্ট বস্তু চাইবেন না। কেননা, পরওয়ারদিগার **(আল্লাহ পাক)** খুবই ঐশ্বর্যশালী। তাই নিজের মনোযোগ সর্বদা তাঁরই প্রতি রাখুন আর প্রতিটি বস্তু তাঁরই কাছে চান। (৮৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দুঃখ ও বিপদে ভীত হয়ে নিজের মৃত্যুর দোয়া করবেন না। মনে রাখবেন, পার্থিব ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য মৃত্যু কামনা করা না জায়িয ও দ্বীন-ধর্মের ক্ষতির ভয়ে (মৃত্যু কামনা করা) জায়িয। (অর্থাৎ- যেমন এই দোয়া করা যে, **হে আল্লাহ্ পাক!** আমার দ্বারা দ্বীন-ধর্মের, সুন্নীয়তের ক্ষতি হওয়ার পূর্বেই আমার মৃত্যু নসীব করো)। (৮৫, ৮৭ পৃষ্ঠা)

(৭) শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত কারো মৃত্যু ও অনিষ্টতা (ধ্বংস) এর দোয়া করবেন না। অবশ্য যদি কোন কাফিরের ঈমান গ্রহণ না করার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রবল ধারণা হয় ও (তার) বেঁচে থাকাতে দ্বীনের ক্ষতি হয় অথবা কোন অত্যচারির তাওবা করার ও অত্যাচার ত্যাগ করার আশা না থাকে এবং তার মৃত্যু, ধ্বংস সৃষ্টিকুলের জন্য উপকার হয় তবে এ ধরণের মানুষের জন্য বদ্-দোয়া করা শুদ্ধ হবে। (৮৭ পৃষ্ঠা)

(৮) কোন মুসলমানকে এ বদ্-দোয়া দেবেন না যে, "তুমি কাফির হয়ে যাও।" কারণ অনেক আলিমের মতে (এধরণের দোয়া করা) কুফরী আর বাস্তব সত্য এটাই যে, যদি কুফরকে ভালো ও ইসলামকে মন্দ জেনে এ রূপ বলে, তবে নিঃসন্দেহে কুফরী। অন্যথায় বড় গুনাহ কেননা মুসলমানের (অমঙ্গল কামনা করা) হারাম। বিশেষতঃ অমঙ্গল চাওয়া (যে অমুকের ঈমান নষ্ট হয়ে যাক) সব ধরণের অমঙ্গল থেকে নিকৃষ্ট। (৯০ পৃষ্ঠা)

(৯) কোন মুসলমানের উপর অভিশাপ দেবেন না ও তাকে মরদূদ (বিতাড়িত) ও মলঊন (অভিশপ্ত) বলবেন না এবং যে কাফিরের

www.dawateislami.net

কুফরের উপর মৃত্যু নিশ্চিত নয় তার উপরও নাম নিয়ে লানত করবেন না।

(১০) কোন মুসলমানকে এ বদ দোয়া দেবেন না যে, "তোর উপর খোদার গযব নাযিল (অবতীর্ণ) হোক ও তুই দোযখে যা," কারণ হাদীস শরীফে এটার প্রতি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (১০০ পৃষ্ঠা)

(১১) যে কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তার জন্য ক্ষমার দোয়া করা হারাম ও কুফরী। (১০০ পৃষ্ঠা)

(১২) এ দোয়া করা, "**হে আল্লাহ পাক!** সকল মুসলমানের সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও।" জায়িয নেই। কারণ এতে ঐসব হাদীসে মুবারকের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়ে থাকে, যেগুলোতে অনেক মুসলমানের দোযখে যাওয়া সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে। (১০৬ পৃষ্ঠা) তবে এভাবে দোয়া করা, "সমস্ত **উম্মতে মুহাম্মদী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাগফিরাত (অর্থাৎ- ক্ষমা) হোক বা সকল মুসলমানের ক্ষমা হোক" জায়িয। (১০৩ পৃষ্ঠা)

(১৩) নিজের ও নিজের বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিদের জন্য বদ্-দোয়া করবেন না। জানা নেই যে, যদি সেই মুহূর্তটা দোয়া কবুল হওয়ার সময় হয়ে থাকে আর বদ্-দোয়ার প্রভাব প্রকাশ হওয়াতে পরে আবার যেন অনুশোচনা করতে না হয়। (১০৭ পৃষ্ঠা)

(১৪) যে বস্তু অর্জিত হয়েছে, (অর্থাৎ- নিজের কাছে বিদ্যমান রয়েছে) সেটার দোয়া করবেন না। যেমন-পুরুষেরা বলবে না যে, "**হে আল্লাহ্**

www.dawateislami.net

পাক! আমাকে পুরুষ করে দাও।” কারণ এটা তামাসা করা। তবে এরূপ দোয়া যাতে শরীয়াতের নির্দেশ পালন বা বিনয় ও বন্দেগীর বহিঃপ্রকাশ অথবা **আল্লাহ পাক** ও **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসা অথবা ধর্ম বা ধার্মিকদের প্রতি অনুরাগ, বা কুফ্‌র ও কাফিরদের প্রতি ঘৃণা ইত্যাদির ফায়দাসমূহ্ অর্জিত হয় তাহলে তা জায়িয। যদিও এ বিষয় গুলো অর্জিত হওয়া নিশ্চিত ভাবে হয়। যেমন- দরূদ শরীফ পাঠ করা, উসীলা, সিরাতে মুস্তাকীম (সঠিক পথ) এর, **আল্লাহ্** ও **রাসুলের** শত্রুদের উপর শাস্তি ও অভিসম্পাতের দোয়া করা। (১০৮,১০৯ পৃষ্ঠা)

(১৫) দোয়াতে সংকীর্ণতা করবে না। যেমন- এভাবে চাইবে না যে, **হে আল্লাহ্ পাক!** শুধু আমার উপর দয়া করো বা শুধুমাত্র আমাকে ও আমার অমুক অমুক বন্ধুকে নেয়ামত দান করো। (১০৯ পৃষ্ঠা) উত্তম হলো; সকল মুসলমানকে দোয়াতে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া। এর একটা উপকারীতা এটাও হবে যে, যদি নিজে ঐ নেক বিষয়ের হকদার নাও হয় তবে নেক্কার মুসলমানদের ওসীলায় (তা) পেয়ে যাবে।

(১৬) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দোয়া করবেন ও কবুল হওয়ার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখবেন। (ইহ্‌ইয়াউল উ'লূম, ৯ম খন্ড, ৭৭০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

১৫টি কুরআনী দোয়া

(১) رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِی الدُّنۡیَا حَسَنَۃً وَّ فِی الۡاٰخِرَۃِ
حَسَنَۃً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দাও ও আখিরাতের মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও। (পারা: ২য়, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২০১)

(২) رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَاۤ اِنۡ نَّسِیۡنَاۤ اَوۡ اَخۡطَاۡنَا ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি বিস্মৃত হই কিংবা ভূল করি তবে আমাদেরকে পাকড়াও করিও না।

(পারা: ৩য়, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৮৬)

(৩) رَبَّنَا وَ لَا تَحۡمِلۡ عَلَیۡنَاۤ اِصۡرًا کَمَا
حَمَلۡتَہٗ عَلَی الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِنَا ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর ভারি বোঝা রেখো না যেমনিভাবে তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর রেখেছিলে। (পারা: ৩য়, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৮৬)

(৪) رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ ہَدَیۡتَنَا وَ ہَبۡ لَنَا
مِنۡ لَّدُنۡکَ رَحۡمَۃً ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡوَہَّابُ ﴿۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! হিদায়াত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরকে বক্র করো না এবং আমাদেরকে তোমার

www.dawateislami.net

পক্ষ থেকে রহমত দান করো। নিশ্চয় তুমি মহান দাতা।

(পারা: ৩য়, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ৮)

(৫) رَبَّنَاۤ اِنَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি অতএব আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দাও ও আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। (পারা: ৩য়, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৬)

(৬) رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿۱۹۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের গুনাহ ক্ষমা করো, ও আমাদের মন্দ কর্মগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দাও এবং আমাদের মৃত্যু নেককারদের সাথে করো।

(পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৯৩)

(৭) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালিমদের সঙ্গী করো না। (পারা: ৮, সূরা: আ'রাফ, আয়াত: ৪৭)

(৮) رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿۱۲۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর ধৈর্য বর্ষণ করো এবং আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে উঠাও।

(পারা: ৯, সূরা: আ'রাফ, আয়াত: ১২৬)

(৯) رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ ۖۗ
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿۴۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে ও আমার কিছু বংশধরকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে রাখো। **হে আমাদের প্রতিপালক!** আমাদের দোয়া কবুল করে নাও। (পারা: ১৩, সূরা: ইবরাহীম, আয়াত: ৪০)

(১০) رَبَّنَا اغْفِرْ لِیْ وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ
یَوْمَ یَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿۴۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! যেই দিন হিসাব কায়েম হবে সে দিন আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং সকল মুসলমানকে ক্ষমা করে দাও। (পারা: ১৩, সূরা: ইবরাহীম, আয়াত: ৪১)

(১১) رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَیْرُ الرّٰحِمِیْنَ ﴿۱۱۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করো ও দয়া করো আর তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক দয়ালু। (পারা: ১৮, সূরা: মু'মিনুন, আয়াত: ১১৮)

(১২) رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّیّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْیُنٍ
وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا ﴿۷۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দান করো আমাদের স্ত্রীগণ ও আমাদের সন্তান সন্ততি থেকে চোখের শীতলতা, আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের আদর্শ বানাও।

(পারা: ১৯, সূরা: ফোরকান, আয়াত: ৭৪)

www.dawateislami.net

(১৩) رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আর আমাদের ঐ সমস্ত ভাইদেরকে যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ রাখিও না। **হে আমাদের প্রতিপালক!** নিশ্চয় তুমিই অতি দয়ার্দ্র, দয়াময়।

(পারা: ২৮, সূরা: হাশর, আয়াত: ১০)

(১৪) رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ﴿۹۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! শয়তানের প্ররোচনা সমূহ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(পারা: ১৮, সূরা: মু'মিনুন, আয়াত: ৯৭)

(১৫) رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿۲۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমার প্রতিপালক! তুমি ঐ দুজনের (পিতামাতা) উপর দয়া করো যেমনিভাবে ঐ দুজন আমাকে শিশু কালে প্রতিপালন করেছিল। (পারা: ১৫, সূরা: বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৪)

"আয়াতুল কুরসীর" ৪টি ফযীলত

(১) হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "এই আয়াত কুরআন মজিদের আয়াত গুলোর মধ্যে খুবই মহত্বপূর্ণ আয়াত।" (আদ্ দুররুল মনছুর, ২য় খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা)

(২) হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ**

পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "হে আবু মুনজির! তুমি কি জানো, কুরআনে পাকের যে সমস্ত আয়াত তোমার স্মরণ (মুখস্থ) রয়েছে, তার মধ্যে কোন আয়াতটি মহান?" আমি আরয করলাম: اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلۡحَيُّ الۡقَيُّوۡمُ অতঃপর **আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার বুকে হাত রেখে ইরশাদ করলেন: "হে আবু মুনজির! তোমার ইলম (জ্ঞান) মোবারক হোক।"

(সহীহ মুসলিম, ৪০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮১০)

(৩) মুসতাদরাকের একটি বর্ণনায় রয়েছে: সূরা বাকারায় এমন একটি আয়াত রয়েছে, যা কুরআনে পাকের সমস্ত আয়াতের সরদার। ঐ আয়াত যে ঘরে পাঠ করা হয়, সেই ঘর থেকে শয়তান বের হয়ে যায়। আর সেটি হলো: "আয়াতুল কুরসী"।

(মুসতাদরাক লিল হাকীম, ২য় খন্ড, ৬৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩০৮০)

(৪) আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم বলেন: আমি **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি প্রতি নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, তাকে জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে মৃত্যু ব্যতিত অন্য কোন বস্তু বাধা দেয় না। আর যে ব্যক্তি রাতে শোয়ার সময় এটা পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে, তার ঘরকে এবং তার আশেপাশের ঘরগুলোকে নিরাপত্তা দান করবেন।" (শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৪৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৯৫)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আয়াতুল কুরসীর ৫টি বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, তার নিম্মলিখিত বরকতগুলো নসীব হবে:-

(১) সে মৃত্যুর পর জান্নাতে প্রবেশ করবে। اِنْ شَآءَالله

(২) সে শয়তান ও জিনের সকল ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকবে। اِنْ شَآءَالله

(৩) অভাবগ্রস্থ হলে অল্প কিছু দিনের মধ্যে তার অভাব ও দারিদ্রতা দূর হয়ে যাবে।

(৪) যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা ও বিছানায় শোয়ার সময় 'আয়াতুল কুরসী' ও এর পরের ২টি আয়াত خٰلِدُون পর্যন্ত পাঠ করে নিবে সে চুরি, পানিতে ডুবে যাওয়া ও (আগুনে) পুড়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে। اِنْ شَآءَالله

(৫) যদি পুরো ঘরে কোন উচুঁ স্থানে (এটা) লিখে তা শিলা লিপি আকারে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে اِنْ شَآءَ الله সে ঘরে কখনো অভাব আসবে না। বরং রুজি রোজগারে বরকত হবে এবং ঐ ঘরে কখনও চোর আসতে পারবে না। اِنْ شَآءَالله (জান্নাতী যেওর, ৫৮৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

পছন্দনীয় দোয়া

সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তির জন্য দোয়ার দরজা খুলে দেয়া হয়েছে, তার জন্য রহমতের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। **আল্লাহ পাকের** কাছে কৃত দোয়া সমূহের মধ্যে সবচেয়ে পছন্দনীয় দোয়া হলো “সহজতা”র দোয়া। যে বিপদ-আপদ চলছে আর যে বিপদ-আপদ এখনো আসেনি এই সবগুলো দোয়ার মাধ্যমে উপকার হতে পারে। তাই হে **আল্লাহ পাকের** বান্দারা! দোয়া করা (নিজের জন্য) অপরিহার্য করে নাও।

(তিরমিযী, ৫/৩২১, হাদীস: ৩৫৫৯)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net